R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই চৈত্র, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
২৬শে মার্চ, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

গ্রাহক পরিষেবার নয়া দৃষ্টান্ত—চেক না থাকায় হেড পোষ্ট অফিসে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের টাকা দেয়া বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের যে কোন পলিসিতে ১৯,৯৯৯'০০ টাকার ঊর্দ্ধে পেমেন্ট নিতে গেলে রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিস থেকে চেক দেয়া হচ্ছে। এই নিয়ম গত ১৫ ফেব্রুয়ারী '০৩ এর পর থেকে এখানে চালু হয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে সাব পোষ্ট অফিসগুলোতে বা জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসে প্রাপকদের যে কোন পরিমাণের টাকা যথারীতি নগদ দেয়া হচ্ছে বলে খবর। হেড পোষ্ট অফিসে এক নিয়ম, অন্য অফিসগুলোতে অন্য নিয়ম কেন গ্রাহক সাধারণ বুঝতে অক্ষম। গত ২০ মার্চ থেকে রঘুনাথগঞ্জ হেড অফিসে চেক না থাকায় পলিসি ম্যাচিওর হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকরা টাকা পাচ্ছেন না। অযথা তাদের হয়রান করা হচ্ছে বলে কোন কোন গ্রাহকের অভিযোগ। জাতীয় সঞ্চয় নিয়ে যখন সরকার থেকে বিভিন্নভাবে প্রচার চালিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা হচ্ছে তখন এখানে গ্রাহক পরিষেবার অন্য চেহারা। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ওষুধের ষ্টক দেখতে গিয়ে দু' দিনই মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার না থাকায় ঘুরে এলেন এস ডি ও

নিজস্ব সংবাদদাতা : চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের রিজার্ভ ষ্টোর থেকে বিভিন্ন ব্লকের প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের জন্য বরাদ্দকৃত 'নট ফর সেল' লেবেল আঁটা হাজার হাজার টাকার ওষুধ বহরমপুরে পুলিশ আটক করে। গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সিংহভাগ ওষুধ রিজার্ভ ষ্টোর কর্মীদের সঙ্গে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা হাত মিলিয়ে বহরমপুরেই খোলা বাজারে বিক্রী করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শাসকের নির্দেশে জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সবুজবরণ সরকার গত ৭ মার্চ ও ১০ মার্চ দু' দিন সুতী-২ ব্লকের মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে ঘুরে আসেন। বেলা ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সেখানকার ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বলরাম সরকার বা ওষুধের ষ্টক দেখভালের দায়িত্বে থাকা ডাঃ হকের কোন পাত্তা পাননি।

কর্মরত ল্যাব এ্যাসিষ্ট্যান্ট হাসপাতালে বসেই প্রাইভেটে রক্ত পরীক্ষার টাকা নিচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২২ মার্চ জঙ্গিপুর হাসপাতালে এক রোগীর রক্ত পরীক্ষাকে ঘিরে হাসপাতালের ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট আবুল বাসারের বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগ ওঠে। জানা যায়, ডাক্তারের নির্দেশে রোগীর লোকেরা রক্ত পরীক্ষার জন্য প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে গেলে সেখানে কর্মরত ল্যাব এ্যাসিঃ আবুল বাসার এই সব রক্তের গ্রুপ টেষ্ট হাসপাতালে হবে না বলে জানান। হাসপাতাল সংলগ্ন বাগানবাড়ী এলাকায় ঘোষ ল্যাবরেটরী থেকে পরীক্ষাগুলো করিয়ে দেবার জন্য হাসপাতালে ডিউটিরত অবস্থায় ৭০০ টাকা দাবী করেন এবং অগ্রিম ৪০০ টাকা গুণেও নেন। একজন সরকারী কর্মী ডিউটিরত অবস্থায় প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের স্বার্থে কি ভাবে রোগীর উপর চাপ সৃষ্টি করে টাকা আদায় করে এই প্রশ্নে হাসপাতাল এলাকার জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

স্বপ্ন ভঙ্গের বিষণ্ণতায় এ শহরও

সুমন পাঠক : রবিবার ছিল বিশ্ব কাপের শেষ খেলা। ধনুকের জ্যা এর মতো টান টান উত্তেজনা। প্রত্যয়-প্রত্যাশায় দোদুল্যমান। মনের আকাশে আশা-আশঙ্কার মেঘ রৌদ্রের লুকোচুরি। জঙ্গিপুর থেকে জোহানেসবার্গ পর্যন্ত ক্রিকেট অনুরাগী, বিশেষ করে শচীন-সৌরভ অনুরাগীদের মনের পিচে চলেছে আথালি পাথালি। ওয়ান্ডার্সের ২২ গজের পিচের উপর সকলের সমান সতৃষ্ণ দৃষ্টি। একটা প্রত্যয়ের জন্ম হয়েছিল এবার সুপার সিক্সে ভারতীয় দলের সফল উত্তরণের পর থেকে। প্রত্যাশার পারদও চড়তে শুরু করেছিল সৌরভ বাহিনীকে ঘিরে। একশো কোটির চাপের বোঝা ন্যস্ত হয়েছিল তাদের উপরে স্বাভাবিক ভাবেই। এ তো বিশ্বকাপের খেলা মনে হচ্ছিল না, এও যেন অন্য একটা বিশ্বরণ। জয়ের নেশা খেলোয়ার থেকে দর্শক সাধারণের। সবার চোখে স্বপ্ন—সযত্ন লালিত স্বপ্ন—ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। তাইতো সারা দেশে এমন কি রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের মতো ছোট্ট মহকুমা শহরেও তার কত রেশ, কত উৎসাহ, উদ্দীপনা! পথের মোড়ে মোড়ে জটলা, ছোট বড় রাস্তার মোড়ে টাঙানো বিশাল জাতীয় পতাকা, সচিন-সৌরভ-হরভজনদের কাট আউট। কতক্ষণে আবীরে-উল্লাসে শুরু হবে সবার রঙে রঙ মেশাবার খেলা। সচিন সৌরভদের জয়ের প্রার্থনায় সকলেই যেন এক প্রাণ একতা। বিশ্বকাপের খেলাকে কেন্দ্র করে গ্রাম-গঞ্জ-শহর-মহানগরীর সর্বত্র যেন জাতীয়তা-বোধের উচ্ছ্বসিত জোয়ার। বিশ্বকাপ এবার আমরা আনবই— (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ বাউল বসন্ত ॥

চৈত্র অবসিত হইতে চলিয়াছে। দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আর কয়েকটি দিন পরে বর্ষও বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবে। বসন্তের বিদায়ের পালা। নিত্য তাহার আসা আর যাওয়া ধরণীর উপর। ভরা পাত্রটিকে শূন্য করিয়া আবার তাহাকে পূর্ণ করিয়া সে চলিয়া যাইবে নূতনভাবে। বন্ধন ছিন্ন করিবার সাধনা তাহার চিরকালের। সে দসার মত তাহার চিরাভ্যাসের মেলা ভাঙিয়া চুরিয়া চলিয়া যায়। সে তো হইল ধরণীর ধ্যান ভরা ধন। ভুবন মোহন বেশে আসিয়া থাকে ধরণীর উপরে। তাহার আগমনের বার্তা রটিয়া যায় বনে বনান্তরে পত্র পল্লবের মর্মরে। তাহার মায়াবী রূপে কি সম্মোহিনী! প্রতিবারই সে আসে তাহার নবীন পরিচয় দিতে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় না সে পরিচিত, পুরাতন। মনে হয় সে যেন বারে বারে নূতন, ফিরিয়া ফিরিয়া নূতন। সে বাতাসে উড়াইয়া আসে তাহার রঙিন উত্তরীয়। পলাশ কিংশুক তাহাদের রূপের রক্তিম আগুনে জ্বালাইয়া দেয় তাহার মিলন মাঙ্গল্য হোম শিখা।

বসন্ত তো ক্ষ্যাপা বাউল। পথ চলাতেই তাহার আনন্দ। ফুল ফোটাইবার খ্যাপামি লইয়া আসে আবার তা শেষ করিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যে পথ ভোলা পথিক। মনে হয় সে সন্ধ্যাবেলার চামেলি আবার কখন মনে হয় সকাল বেলার মল্লিকা। আবার কখনও মনে হয় সে চৈত্র রাতের উদাসী। নব নব রূপে সে অপরূপ। তাহার স্থায়িত্ব তো ক্ষণকালের। তাহাকে ঘিরিয়া কত উৎসব, কত হাসি, কত দেখা শোনা। কিন্তু 'বৎসরান্তে রক্ত সন্ধ্যার স্বপ্নের ভেলায়' ভাসিয়া যাইবে তাহার সব কিছুই। আর কয়েকটি দিন পর কানন শাখায় বাজিতে শুরু করিবে বেলা শেষের বেণু। গমনোদ্যত বসন্তের বিদায় বাণী। অস্ত-গিরির শিখর চূড়াতে উড়িতে থাকিবে 'ঝড়ের মেঘের ধ্বজা'। ইহাতে তাহার বিদায়ের ইঙ্গিত হইবে সূচিত।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল লন্ডন শহরের মানুষ। গত ৭০ কিংবা ৮০ বছরের মধ্যে এত মানুষ একসঙ্গে লন্ডনের পথে মিছিলে সামিল হন নি। সংবাদ সংস্থা এ এফ পি'র হিসাবেই জমায়েতের লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ। কেবলমাত্র লন্ডন নয় ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাঁচ মহাদেশেই শহরে শহরে মানুষের ঢল নেমেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইয়র্কের পাশাপাশি শিকাগো, মিয়ামি, ফিলাডেলফিয়া, সিয়াটেল, ডেট্রয়েট, লস এঞ্জেলস, ও সানফ্রানসিসকোতে মানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ছিল অবশ্য সে দেশের রাষ্ট্রপতি বুশের বিরুদ্ধেই। সংবাদ সংস্থার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেড়শো শহরে মোট ১৫ লক্ষ মানুষ সরাসরি সতর্ক করেছেন রাষ্ট্রপতি বুশকে 'না আর যুদ্ধ নয়'—দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ যখন চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন, প্রতিদিনই যে দেশে সূর্যোদয়ের মতো ছাঁটাই সংবাদ নিয়মিত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, একটার পর একটা বহুজাতিক সংস্থা—ওয়ার্ল্ডকম, জেরক্স কিংবা এনরনের পর সি এন এন সবই দেউলিয়া হবার প্রতিযোগিতায় মগ্ন সে দেশের অন্য দেশে মারণাস্ত্র সম্ভার ধ্বংস করার লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া মানায় না।

আর সারা বিশ্বেই সেই 'না' এর প্রতিধ্বনি—অস্ট্রেলিয়াতে মেলবোর্ণে জমায়েতের মঞ্চ ছাপিয়ে জনতা দখল করে নিয়েছিল গোটা শহর। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর রাতের মেলবোর্ণের সঙ্গে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সিডনি, ব্রিসবেন ও এডিলেডের কোনো তফাৎ নেই। অন্যদিকে ইতালিতে রাজধানী রোমের কলোসিয়ামকে পিছনে রেখে, দাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই এর ইতিহাসকে মনে রেখেই জড়ো হয়েছিলেন মাত্র দশ লক্ষ লোক। এটা অবশ্য সরকারী হিসাব। আর সমাবেশের আয়োজকদের দাবী জমায়েত হয়েছিল ২৫ লক্ষ লোকের। মার্কিন সরকারের আস্কারায় যে ইজরায়েল প্রতি-নিয়ত দমনের আর অত্যাচারের নয়া নজির গড়ছেন তার রাজধানী তেল আবিবে তিন লক্ষ মানুষের জমায়েত স্তব্ধ করে দিয়েছিল শহরের নিয়মিত জীবন। অথচ লন্ডন, নিউইয়র্ক, মেলবোর্ণ, রোম কিংবা তেল আবিবের মানুষ জানেন তাদের দেশের সরকার যুদ্ধ চায়। যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জর্জ বুশ, সহযোগী রণনায়ক টনি ব্লেয়ার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী, ইতালির প্রধান মন্ত্রী সিলভিও বালুসকোনি,

যুদ্ধ !

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের নামে জাগে বুক চাপা কান্না,
আতঙ্কে পড়ে ঘন আত্তির নিঃশ্বাস।
প্রাণে আর পাঁজরায় হাতুড়ির পিটানি,
ভেঙ্গে দেয় জীবনের স্বপ্ন ও বিশ্বাস।
যুদ্ধ মানে তো বুঝি কামানের গর্জন,
আকাশে বাতাসে তার বারুদের আঘ্রাণ।
উদ্যত ফণা শত কাল কেউটের মতো
দংশনে মৃত্যুর করে চলে আয়োজন।
যুদ্ধ মানে তো বুঝি মানুষের জাতটা
কামানের মুখে হবে গুলি গোলা খাদ্য।
দৃষ্টি জরিপ ক'রে সৃষ্টির ভিতটা
শকুনি হৃদয় ছকে তার উপপাদ্য।
হিরোসিমা আর নয়, নয় আর যুদ্ধ,
শান্তির পারাবত যাক উড়ে নিখিলে।
পৃথিবীটা মানুষের বাঁচবার জন্য
তার সে আওয়াজ তুলি প্রতিবাদী মিছিলে।
আকাশটা নীল চাই গোলাগুলি মুক্ত,
এক ফালি জমি চাই মাথাটুকু গুঁজতে,
তার চেয়ে প্রয়োজন এক মুঠো অন্ন,
দূষণের হাত থেকে চাই বেঁচে থাকতে।

তেল আবিবের সর্বময় কর্তা আরিয়েল শ্যারন সবাই তাই বেশ কিছুটা বিপাকে। না নিরাপত্তা পরিষদে অন্য সদস্যদের বাধায় তাদের টনক নড়ে নি। কারণ বুশ জানেন কিভাবে রাষ্ট্র সংঘকে তিনি এবং তাঁর বাবা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বুশ হাতের পুতুলে পরিণত করতে পারবেন। কিন্তু এতো মানুষ নিজেদের দেশেই যদি বিরোধি হয় তবে বিকল্প প্রস্তাব এনেও যুদ্ধ করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা নিয়েই সংশয়। কারণ আধুনিক যুগে লন্ডনের বুকে সর্ববৃহৎ সমাবেশের পর ব্লেয়ার ইতিমধ্যেই বলে ফেলেছেন 'দেশবাসীর অপছন্দের লোক' এই উপাধি তাঁর লক্ষ্য নয়। এমনিতেই ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি তাকে আদর করে বলে 'বুশের প্রিয় কুকুরছানা'। নেলসন মান্ডেলা তাঁকে বাড়তি সম্মান দেখিয়ে বলেন মার্কিন বিদেশ সচিবের বাড়তি সচিব। তবুও আপামর দেশবাসী তাঁকে এতদিন যে টুকু গুরুত্ব দিয়ে এসেছে তা হারাতে রাজী নন ব্লেয়ার। লন্ডনের জমায়েতে তিনি ভীত। আর তাই পিছু হঠতে পারেন প্রধান সেনাপতি বুশ।

না মেক্সিকোয় সমবেত জনতা, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুনার নেতৃত্বে সাওপাওলোতে ও দেশের আটটি শহরে মানুষের সমাবেশ, আর্জেন্টিনা কিংবা কিউবার সমাবেশে ভীত নন বুশ। তিনি আদৌ চিন্তিত নন যে সিওলে টোকিওতে, কুয়ালালামপুরে, হংকং'এ, (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিশেষ পুলিশ প্রহরায় মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী ২ ব্লকের পুরাতন চাঁদরা গ্রামে গত ১০ মার্চ এক মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে গ্রামে বিশেষ পুলিশী তৎপরতা এলাকার মানুষকে অবাক করে। জানা যায়, জেলা শাসকের নির্দেশে কোন রকম সাম্প্রদায়িক অশান্তি যাতে না হয় তার জন্য ৯ মার্চ জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, সুতী-২ ব্লকের বিডিও সুতী থানায় একটা জরুরী সভা করেন। ১০ মার্চ ওসির তৎপরতায় পুরাতন চাঁদরা গ্রামে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে 'কালু বালু' শিলাকে ১০৮ ঘড়া গঙ্গা জলে স্নান করিয়ে শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। জানা যায়, এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় সিংহভাগ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে অরঙ্গাবাদের পতাকা বিড়ি কোম্পানী। আরো জানা যায়, এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে মাঝে পার্শ্ববর্তী সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে গন্ডগোল দেখা দেয়ায় নাকি এই সরকারী তৎপরতা।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (২য় পৃষ্ঠার পর)

কলম্বোতে মানুষ তাঁকে আর তাঁর বন্ধুদের 'শয়তানের অক্ষ' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তিনি কষ্ট পান যখন দেখেন ইসলামাবাদে মুখের আবরণ সরিয়ে মহিলারা তাঁকে তিরস্কার করছেন, সৌদি আরব কিংবা ওমানে তাঁর নিন্দায় মুখর হয়েছে জনতা। কারণ তাঁর বাবাকে এরাই বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহায্যের হাত। আন্টার্টিকাতে কর্মরত বিজ্ঞানীরা তাদের কাজের ফাঁকেই তুষার আর শীতের মধ্যেও মার্কিন গবেষণাগারের সামনে বিক্ষোভ দেখানো যুদ্ধবাজ বুশের গায়ে লাগে না। কিন্তু নিউইয়র্কের উত্তাল জনতা যখন হঠাৎই নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে অভিযান চালায় তখন বিচলিত হন বুশ। কারণ তিনি এদের বোঝাতে পারেন নি যে নিউইয়র্কে জঙ্গী হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেনের প্রিয়তম বন্ধু সাদ্দাম হোসেন। বাগদাদে নিরাপত্তা, আর যুদ্ধের ভয়ে কম্পমান জনতার মিছিল বুশকে স্বস্তি দিলেও গ্রিসের এথেন্সে, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, নরওয়ের অসলো, নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম, সুইডেনের স্টকহোম, বেলজিয়ামের ব্রাসেলস কিংবা ফ্রান্সের পাঁচ লক্ষ মানুষ কি করলেন। গত সব যুদ্ধে এরা হয় নীরব ছিলেন কিংবা সরব ছিলেন মার্কিন সরকারের পক্ষে। তারাও আজ বিরোধীতায় সোচ্চার। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে মানুষের মিছিলে সে দেশের তিন মন্ত্রী সামিল হবেন এতো স্বাভাবিক। কিন্তু স্পেনের ২৫টি শহরে ২০ লক্ষ্য লোক মাদ্রিদসহ অন্যান্য শহরগুলি অচল করে দিয়েছে—শাসক এস পি ডি'র নেতারা পায়ে পা মিলিয়েছেন বিরোধী কমিউনিস্ট পি ডি এস নেতাদের সঙ্গে—এটা তো হিসাবে ছিল না।

তাই কিছুটা পিছু হঠছেন যুদ্ধবাজ বুশ। আবার এরই মধ্যে হাসি পায় যখন পড়ি এই বিক্ষোভের খবর পরিবেশন করতে করতেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত স্টেটসম্যান সংবাদপত্রে প্রশ্ন তোলা হয় ইরাকে একটি গোলা ফাটাবার আগেই হাজার দশেক মানুষের একটি মিছিল কেন অচল করলো কলকাতাকে? ওরা হয়তো ভুলে গেছেন ১৯৯১ তে তেলকূপ দখলের লড়াইতে ইরাকে ৮৮ হাজার টন বোমাবর্ষণ করেছে আমেরিকা। মেরেছে দেড় লক্ষ মানুষকে। ধ্বংস করেছে স্কুল, হাসপাতাল, কারখানা সবই। ওরা মনে করতে চান না যে মার্কিন অবরোধে ইরাকে গত দশ বছরে দশ লক্ষ ইরাকি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন যাদের মধ্যে পাঁচ লক্ষ নবজাতক। ওরা এটাও মনে রাখেন না যে, লাদেনকে ধরতে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী ৩৫০০ আফগানকে হত্যা করেছিল, আফগানিস্তানে এখনও মাটিতে মিশে আছে ১২ হাজার ৪০০ মার্কিন স্মার্ট বোমা যা আসলে ল্যান্ড মাইনের মতোই প্রতিদিন কাটছে, মারছে গড়ে দিনপ্রতি দশজন আফগানকে। তাই তো সরব বিশ্ব, সেই প্রতিরোধে সামিল কলকাতাও। আর সেই কারণেই কিছুটা দ্বিধায় বুশ।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

বেশ কিছুদিন আগে দূরদর্শনের ক্যানভাসে বার বার বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের কিছু ঘোষণা—কিছু বাণী—কখনও বা সতর্ক নির্দেশ। আবার এই একই নিবেধ ক্যানভাসে নারীর সুতনু ঘিরে কিছু শরীরী বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে কী নাই। যৌন উত্তেজনার পারদ যতভাবে বাড়ানো যায় তার সব ব্যবস্থাই আছে এই শরীরী বিজ্ঞাপনগুলিতে। একই ক্যানভাসে বৈপরীত্যের ছবি। এর সঙ্গেই মনে পড়ে যায় মহিলা বিলের কথা। এখনও যেন মাতৃগর্ভের বোঝা হয়ে থেকে গেছে। ভূমিষ্ঠ হতে পারছে না। অপেক্ষা করছে পৃথিবীর আলো দেখার —প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার।

একদিকে নারীবর্ষ পালনের অঙ্গীকার। অন্যদিকে নারীকে ঘিরে ব্যবসা। নারীকে ঘিরে বাণিজ্য। একবিংশ শতাব্দীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের ঘরের চারণ কবি বহু বৎসর আগে লিখেছিলেন ঃ

'ওগো শাশুড়ী আমার পতি পরমগুরুর জননী
আমি এলাম যেদিন তোমার ঘরে
নিলে আমায় বরণ করে
ধুলো নিলেম চরণ ধরে হয়ে স্নেহের কাঙালিনী'।

উপরের গানের প্রেক্ষাপটের অনেক বদল ঘটেছে। বর্তমানের পটভূমিতে পতিপরমগুরুর জননী'র দৃষ্টিভঙ্গী অনেক উদার হয়েছে। তবে এখানে নারীদেরও ভূমিকা আছে। অনেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় পণ্য করে তুলছেন। তাদের সাজসজ্জা, চলাফেরা অতীতের মেনকা—রম্ভাকেও লজ্জা দেবে। এটাও আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে ভেবে দেখতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটুক; কিন্তু তা বলে যে সাজ-সজ্জা বিদেশের মাটিতে মানায়—তা প্রাচ্যের মাটিতে উপযুক্ত হবে কি?

—মণি সেন

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জংগীপুর/রঘুনাথগঞ্জ শাখা

স্থাপিত—১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০০৩—২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হ'তে চার বছরের শিশুদের ভর্ত্তি করা চলে। কেজি হতে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১। জংগীপুর গার্লস হাই স্কুল, পোঃ জংগীপুর।
সময় সকাল ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত।

২। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল (পুরাতন ভবন)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ। সময় সকাল ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত।

ডি. এস. নাথ
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক,
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

বিজেপির পথ সভায় পুরপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'ডীপ টিউবওয়েলের জল না খেলে দুধ খান'—সম্প্রতি দৈনিক এক প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত জঙ্গিপুরের পুরপতির এই বক্তব্য তুলে ধরেন গত ২১ মার্চ বিজেপির পথসভায় জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী। তিনি বলেন, 'রঘুনাথগঞ্জ পারের কাউন্সিলারদের কি যাদুতে বশে রেখেছেন পুরপতি এটা জানার সময় হয়ে এসেছে। পুরসভায় ভাগের রাজনীতি চলছে। তাই পুরপতির স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ পারে ট্রিটমেন্ট ওয়াটার চালু একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু না'। এই প্রসঙ্গে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, 'রঘুনাথগঞ্জে পরিশুদ্ধ ডীপ টিউবওয়েলের জল চালু করেছি। গঙ্গা নদীর পরিস্রুত জল চালুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এতেও যদি ডীপ টিউবওয়েলের জল রঘুনাথগঞ্জ পুর এলাকার মানুষ না খান তবে দুধ খেতে হবে। আমি কোন পরিহাস করে এ কথা বলিনি। নিছক একটা কথার কথা বলেছি। আমি এতটাই কি দায়িত্বজ্ঞানহীন যে এই ধরনের কথা বলে বিতর্কে জড়িয়ে যাব।'

একই রাস্তায় এক ঘন্টার ব্যবধানে পথ দুর্ঘটনায় দু' জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ মার্চ বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা গ্রামের রূপলাল ঘোষের পাঁচ বছরের শিশু কন্যা প্রিয়া রাস্তা পার হয়ে সামনের দোকান থেকে মিষ্টি কিনতে গিয়ে এক চলন্ত ট্রাকের নীচে পড়ে যায়। রক্তাক্ত প্রিয়াকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে সে মারা যায়। গ্রামবাসীরা ট্রাকের ড্রাইভারকে হাতেনাতে ধরে ফেলে প্রচন্ড মারধোর করে বলে জানা যায়। ঐ দিন বেলা ৩টে নাগাদ জরুর ও উমরপুরের মাঝামাঝি একটি ট্রাকের সঙ্গে এক মোটর সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটর সাইকেল চালক এল, আই, সি এজেন্ট বিশোড় গ্রামের ওলিউল আজিম গুরুতর আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ দিনই তিনি মারা যান।

ভাইপোর বোমার আঘাতে কাকার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কৃষ্ণশাইল খাসপাড়ায় গত ১৫ মার্চ সকাল ৮টা নাগাদ বোমার আঘাতে রসিদ সেখ (৫৫) নামে এক গ্রামবাসী মারা যান। জানা যায়, দুই ভাই রসিদ সেখ ও সালাম সেখ ঘটনার দিন কৃষ্ণশাইল মোড়ে একটি দোকানে বসে চা খাওয়ার সময় তাদের ভাগ্নীর বিয়েকে কেন্দ্র করে দু' জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এই সময় রসিদের ভাইপো বাবলু সেখ রসিদের মাথা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে তিনি জ্ঞান হারান। রক্তাক্ত রসিদ সেখকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে তিনি মারা যান। বাবলু সেখ গা ঢাকা দেয়।

ধুলিয়ানে জামিয়া রহমানিয়া বিদ্যালয়ে জালসা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ ও ১৬ মার্চ ধুলিয়ান ডাকবাংলো মোড়ে জামিয়া রহমানিয়া বিদ্যালয়ে দু' দিনের জালসা অনুষ্ঠান বিশেষ পুলিশী তৎপরতায় শেষ হয়। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার থেকে আগত বেশ কয়েকজন বক্তা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বলে জানা যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ম্যাটাডর-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ থানার মঙ্গলজনে জাতীয় সড়কে ম্যাটাডর ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন মারা যান। জানা যায়, একটি খালি ট্রাক মালদা যাবার পথে সামনের টায়ার ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের একটি চলন্ত খালি ম্যাটাডরকে সজোরে আঘাত করে। প্রচন্ড আঘাতে ম্যাটাডরের ড্রাইভার, খালাসি এবং ট্রাকের এক যাত্রীর মৃত্যু হয়।

আফিডেবিট

আমি হাসনেহানা (Hasnehena) বিবি, স্বামী মহঃ আইনাল সেখ, গ্রাম ও পোঃ জরুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। কোথাও কোথাও আমার নামের ইংরাজী বানানে Hasnahana Bibi উল্লেখ করা হয়েছে। Hasnehena Bibi এবং Hasnahana Bibi একই মহিলা প্রমাণে গত ২১-৩-০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

সঞ্চয় প্রকল্পের টাকা দেয়া বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর সঙ্গে বহু এজেন্টের রুজিরোজগারও বন্ধ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসর পোষ্ট মাষ্টার জানান 'কোলকাতা অফিস থেকে সপ্তাহে ১০০ পাতার ১টির বেশী চেক বই আসে না। এদিকে দৈনিক ২০ থেকে ২৫টি চেক এখানে ইস্যু করতে হয়। আমাদের এই পরিস্থিতি জানিয়ে কোলকাতা অফিসে বার বার ইনডেন্ট দিয়েও কিছু কাজ হয়নি। যার ফলে গত ২০ মার্চ থেকে চেকের অভাবে গ্রাহকদের পেমেন্ট বন্ধ আছে। কোলকাতা অফিসে ইনডেন্ট পাঠিয়েছি, বার বার টেলিগ্রাম-ফোন করছি, কবে চেক আসবে তাও বুঝতে পারছিনা। বহরমপুরে সুপারিনটেনডেন্ট অফ পোষ্ট অফিসেসকেও সব কিছু ফোনে জানিয়েছি। বর্তমানে আমি নিরুপায়।' পঞ্চাশ হাজার টাকার নীচে কোন কিষান বিকাশ পত্রের সারটিফিকেট এখানে অনেকদিন থেকে অমিল কেন? প্রশ্নের উত্তরে পোষ্ট মাষ্টার একইভাবে হাতাশা প্রকাশ করেন। এছাড়া হেড পোষ্ট অফিস সম্বন্ধে গ্রাহকদের অভিযোগ সেখানে একটা কাউন্টারেই এম, আই, এস ; এন, এস, সি ; কে, ভি, পি ; প্রভিডেন্ট ফান্ড, সেভিংস, এন, এস, এস টাইম ডিপোজিট সব কিছুর টাকা জমা দেয়া বা টাকা নেয়ার ব্যবস্থা চালু থাকায় দৈনিক কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনে মানুষের ভিড় লেগে থাকে। একজন কর্মীর পক্ষে এত সব কিছু সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে সময় চলে গেলে জমা না নিতে চাওয়ায় প্রায় গন্ডগোল হয়। এখানে একটি রিসিভড্ কাউন্টার ও একটি পেমেন্ট কাউন্টার চালু বিশেষ প্রয়োজন। স্মল সেভিংস এজেন্টরা এ ব্যাপারে বার বার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কিছু করতে পারেননি বলে জানান।

বিষণ্ণতায় এ শহরও (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ আত্মবিশ্বাস আমাদের সত্তার গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আবালবৃদ্ধবনিতা অপেক্ষমান ছিল—একটা জয়ের আনন্দের লালিত স্বপ্নের সফলতার আশায়।

কিন্তু যা চাইছিলাম তা হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। আমাদের সব আবেগ উৎসাহ উদ্দীপনা নিমেষের মধ্যে গেল উবে। বিজয়ের বরমাল্য ভাগ্য লক্ষ্মী পরিয়ে দিলেন অষ্ট্রেলিয়ার কন্ঠে। বিশ্বকাপ ঘরে এল না। অন্যান্য জায়গার মতো এই মফস্বল শহরেও নেমে এল বিষাদের ছায়া। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। সন্ধ্যের পর থেকেই মোড়ের মাথায় মাথায় সমাগত সমবেত দর্শকদের মধ্যে মরা কোটালের ভাটার টান। ঘর মুখো তারা নিরুৎসাহে বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে। ক্লাবের দরজায় তালা। অল্প সময়ের মধ্যে নেমে এল নিস্তব্ধতার শাসন। স্বপ্নভঙ্গের বিষণ্ণতায় ঢাকা পড়ে গেল এ শহর সন্ধ্যের প্রথম যামে।